সাধারণতঃ সরষের বা বাদামের খোলের গুঁড়োর সঙ্গে ধানের কুঁড়ো সমহারে (১:১) মিশিয়ে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে পুকুরের যেদিক থেকে হাওয়া বইছে সেইদিক থেকে জলের ওপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। দিনে দুবার সকালে ও বিকালে মোট খাদ্যের অর্ধেক করে প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণতঃ একলক্ষ ডিমপোনার জন্য প্রথম পাঁচদিন ৫৬০ গ্রাম করে এবং তারপর থেকে ১১২০ গ্রাম করে খাবার দিতে হবে। ফলন তোলার আগের দিন খাবার বন্ধ রাখতে হবে।

২) **জালটানা** - ডিপোনা ছাড়ার প্রথম ৫ দিন জালটানা উচিত নয়। তারপর ষষ্ঠদিন থেকে গলনজাল (১/৪ ইঞ্চি ফাঁসের জাল) মাঝে মাঝে টানা দরকার। ফলন তোলার আগের দিন চটজাল টেনে মাছকে জালে রেখে জলের ঝাপটা দিয়ে ধাতস্থ করে নিতে হবে।

৩) **ধানীপোনা আহরণ** - সাধারণতঃ ১৪-১৫ দিন পর প্রতিটি ডিমপোনা ২০-২৫ মিলিমিটার ও ওজনে ০.৩-০.৫ গ্রাম হয়। তখন মাছের এই দশাকে ধানীপোনা বলে। ধানীপোনা ধরার একদিন আগে পরিপূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করা উচিত কারণ ধানীপোনার খাদ্যনালিতে খাদ্য থাকলে তাদের ধরার সময় মৃত্যু হতে পারে। উপরোক্ত সব নিয়ম মেনে চাষ করলে মোট মজুত ডিমপোনার প্রায় ৬০ শতাংশ ধানীপোনা পাওয়া সম্ভব। এইভাবে একই পুকুরে একই মরসুমে অন্ততঃ ৩-৪ বার চাষ করা সম্ভব।

তথ্য ও সংকলন -

শ্রী দেবদাস শেখর (বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ, মৎস্য বিজ্ঞান)

সম্পাদনা - ডঃ ধনঞ্জয় মন্ডল, বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান (ভারপ্রাপ্ত)

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়

চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর

আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনার চাষ

নিষিক্ত ডিম ফুটে বেরোনো সদ্যজাত ৩ দিনের দশার মাছকে ডিমপোনা বলে। এই ডিমপোনা অত্যন্ত কোমল ও সংবেদনশীল হওয়ার জন্য প্রতিকূল অবস্থা একদম সহ্য করতে পারে না। তাই ডিমপোনাকে আলাদাভাবে বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে আঁতুড় বা নার্শারী পুকুরে চাষ করা হয়। নার্শারী পুকুরে ডিমপোনা ১২-১৫ দিনের জন্য পরিচর্যা করা হয়। ডিমপোনা থেকে ধানীপোনা উৎপাদনের জন্য নার্শারী পুকুরে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হয় -

(ক) পুকুর নির্বাচন

(খ) ডিমপোনা ছাড়ার আগে পুকুর পরিচর্যা

(গ) ডিমপোনা মজুতের হার

(ঘ) ডিমপোনা ছাড়ার পর পরিচর্যা

(ক) পুকুর নির্বাচন ঃ সাধারণত অগভীর পুকুর, বর্ষার জলে ভর্তি হয় আবার গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় এরকম ৫-১০ কাঠা আয়তনের ও ৩-৫ ফুট গভীরতার পুকুর বিচিন করা দরকার।

(খ) ডিমপোনা ছাড়ার আগে পুকুর পরিচর্যা ঃ

১। আগাছা পরিষ্কার ঃ পুকুরে আগাছা থাকলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো হবার সম্ভাবনা থাকে -

* আগাছায় কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধে এবং ডিমপোনা খেয়ে নেয়।
* আগাছা পুকুরের পুষ্টিদ্রব্য শোষণ করায় ডিমপোনার প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ভালো হয় না।
* মেঘলা দিনে জলজ উদ্ভিদ পুকুরে অক্সিজেন কম কর দেয়।
* আগাছা পচে গেলে জল দূষিত হয়।

সুতরাং বর্ষার আগে পুকুরের সমস্ত আগাছা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা নির্মূল করে দিতে হবে।

২। **পুকুরের পাড় সংস্কার ঃ** দুর্বল ডাঙা পাড়কে বর্ষার আগে সংস্কার করে নিতে হবে তা না হলে বর্ষার সময় অন্য পুকুর বা জমির জল ঢুকে পুকুরে ডিমপোনার ক্ষতি করবে।

৩। **পুকুরের তলদেশ সংস্কার ঃ** পুকুরের তলদেশে পাঁক থাকলে তার থেকে দূষিত গ্যাস নির্গত হয় যা ডিমপোনার পক্ষে মারাত্মক। গ্রীষ্মকালে জল শুকিয়ে গেলে পুকুরের তলদেশ নাঙল দিয়ে কর্ষণ করে কয়েকদিন রোদ খাওয়াতে হয়, যাতে তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস, জীবানু প্রভৃতি ধ্বংস হয়।

৪। **ক্ষতিকারক মাছ নিধন ঃ** গ্রীষ্মকালে জল থাকে এমন পুকুর আঁতুড় পুকুর হিসাবে ব্যবহার করতে হলে ডিমপোনা ব্যতিত অন্য কোন মাছ পুকুরে চলবে না কারণ -

* পুঁটি, মৌরালা, চাঁদা, দাঁড়কে, খলসে প্রভৃতি আমাছা এবং বড় রুই, কাতলা পোনা জাতীয় মাছ ডিমপোনার খাদ্যে ভাগ বসায়। এছাড়া এরা পুকুরের অক্সিজেনের মাত্রাও কম করে দেয়।

* শাল, শোল, ল্যাটা, বোয়াল , সিঙি, মাগুর প্রভৃতি শিকারী মাছ সরাসরি ডিমপোনাকে খেকে ফেলে। এদের মারার জন্য পুকুরে মহুয়া খোল ১০০ কেজি প্রতি বিঘা প্রতি ফুট জলের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। মাছ মারার পর এই মহুয়া খোল পুকুরে সারের কাজ করবে। পুকুর যদি শুকনো থাকে তবে মহুয়া খোল দেবার প্রয়োজন নেই।

৫। **চুন প্রয়োগ ঃ** সারের যথাযথ উপকার পাওয়ার জন্য এবং পুকুরের ডিমপোকার অনুকুল পরিবেশ তৈরী হওয়ার জন্য মহুয়া ঘোল দেবার ৭ দিন পরে পুকুরে বিঘা প্রতি ৪০ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের পর দিন পুকুরের পাঁক ভাল করে ঘেঁটে দিতে হবে।

৬। **গোবর সার প্রয়োগ ঃ** আঁতুড় পুকুরে জুপ্ল্যাঙ্কটন বা প্রাণী খাদ্যকণা তৈরী করা ধানীপোনা উৎপাদনের প্রথম সোপান কারণ ডিমপোনার প্রিয় খাদ্য জুপ্ল্যাঙ্কটন। তাই পুকুরে যাতে পর্যাপ্ত পরিমানে জুপ্ল্যাঙ্কটন উৎপন্ন হয় তার জন্য পুকুরে নিম্নলিখিত হারে কাঁচা গোবর প্রয়োগ করতে হবে।

* পুকুরে যদি আগে মহুয়া ঘোল প্রয়োগ হয়ে থাকে তবে বিঘা প্রতি ৬৫০ কেজি হারে গোবর দিতে হবে।

* পুকুরে যদি মহুয়া ঘোল প্রয়োগ না হয়ে থাকে তবে বিঘা প্রতি ১৩০০ কেজি হারে গোবর দিতে হবে। এই কাজ ডিমপোনা ছাড়ার অন্তত ১৫ দিন আগে করতে হবে।

৭। **বিষক্রিয়া পরীক্ষা ঃ** মহুয়া ঘোলের বিষক্রিয়া ৩-৪ সপ্তাহ বাদে নষ্ট হয়। ঐ সময় বিষক্রিয়া নষ্ট হয়েছে কিনা বোঝার জন্য একটা হাপায় অথবা কোন পাত্রে পুকুরের জল নিয়ে তাতে কয়েকটা ছোট মাছ ছেড়ে দেখতে হবে। যদি মাছ বেঁচে থাকে তাহলে ঐ পুকুরে ডিমপোনা মজুত করা যেতে পারে।

৮। **জলজ পতঙ্গ নিধন ঃ** হাঁস পোকা, তাঁত পোকা প্রভৃতি জলজ পতঙ্গ ডিমপোনা খেয়ে ফেলে। তাই পুকরে ডিমপোনা ছাড়ার ২৪ ঘন্টা আগে পতঙ্গ বিনাশের কাজ সেরে নিতে হবে। আঁতুড় পুকুরে বারে বারে ঘন চটজাল টেনে পতঙ্গগুলোর ৬০-৭০% তুলে ফেলতে হবে। বাকি পতঙ্গ বিনাশের জন্য জলের উপরিভাগ তেল ও সাবান দিয়ে তৈরী মিশ্রন দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বিঘা প্রতি ২.৫ কেজি কাপড় কাচা সাবান গরম জলে গুলে সাবানজল তৈরী করা হয়। এই সাবান জলের সঙ্গে ৭.৫ লি. কেরোসিন তেল মেশালে যে দ্রবণ তৈরী হয় তা পুকুরের জলের উপরিভাগে ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে পুকুরের জলের উপরিভাগ তেল সাবানের মিশ্রনের আবরনে ঢাকা পড়ে যায়। হাওয়া ও বৃষ্টিপাতহীন দিনে যখন বাতাস খুব কম থাকবে তখন প্রয়োগ করতে হবে। পরের দিন মৃত কীটপতঙ্গ বারেবারে জাল দিয়ে টেনে তুলে ফেলতে হবে এবং উপরিভাগের তৈলাক্ত স্তরকে নষ্ট করে দিতে হবে।

(গ) **ডিমপোনা মজুতের হার ঃ** সঠিক সংখ্যায় ও সঠিক পদ্ধতিতে ডিমপোনা মজুত করা এই চাষের সফলতা বাড়ায়। পুকুরে জন্মানো প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর ডিমপোনা মজুতের হার নির্ভর করে। জলের রং বাদামী বা কালচে বাদামী হলে বুঝতে হবে পুকুরে যথেষ্ট মাত্রায় প্রাণীকণা জন্মেছে। প্রাকৃতিক খাদ্যকণার উপর নির্ভর করে বিঘা প্রতি ৪-৬ লক্ষ ডিমপোনা মজুত করা যায়।

*** পুকুরে ডিমপোনা ছাড়ার পদ্ধতি ঃ** পুকুরে সরাসরি ডিমপোনা ছাড়লে হঠাৎ করে পরিবেশের তারতম্যের জন্য ডিমপোনার মৃত্যুর হার বেশি হতে পারে। তাই ডিমপোনা সহ পলিথিন ব্যাগ বা ডিমপোনার পাত্র আঁতুড় পুকুরের জলে মিনিট দশেক ভাসিয়ে রেখে ব্যাগ বা পাত্রের জলের তাপ ও পুকুরের জলের তাপের সমতা আনতে হয়। এরপর ডিমপোনার ব্যাগ বা পাত্রটি কাত করে ধরলে ডিমপোনা গুলি ধীরে ধীরে পুকুরের জলে মিশে যাবে। সকালবেলা বা সন্ধ্যাবেলা ডিমপোনা ছাড়তে পারলে ভালো হয়। দুপুরে বা অত্যাধিক বৃষ্টির মধ্যে পুকুরে ডিমপোনা ছাড়া উচিত নয়।

(ঘ) **ডিমপোনা ছাড়ার পর পরিচর্যা ঃ** ডিমপোনা পুকুরে ছাড়ার পর খুব কম সময়ে ধানীপোনা উৎপাদনের জন্য করনীয় কাজগুলো হল -

১) পরিপূরক খাদ্য পরিবেশন - ডিমপোনা পুকুরে ছাড়ার পর এরা প্রচুর পরিমানে প্রাণীকণা খায়, ফলে কয়েকদিনের মধ্যে পুকুরে খাদ্যের পরিমাণ কমে আসে। তাই আঁতুড় পুকুরে মাছের পরিপূরক খাদ্য দিতে হয়। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুঁড়ো, সরষের কিংবা বাদামের খোল ব্যবহার করা হয়।